দুটি মন

দ্বৈত চরিত্রে উত্তমকুমার

ডি. এম. পাল নিবেদিত
এস. এস. ফিল্মস্
প্রযোজিত

দুটি মন

॥ বিশ্ব পরিবেশনা ॥
অপ্সরা ফিল্মস্

[প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য]

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **পীযূষ বসু** ● সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**
মূল সংক্ষিপ্ত কাহিনী : **বিনয় চাট্যাজী** ॥ গীতরচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**
চিত্রগ্রহণ : **দিলীপরঞ্জন মুখার্জী** ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ শিল্পনির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, সুজিত সরকার (বহির্দৃশ্যে) ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সর্বাধ্যক্ষ : **গৌর পাল** ॥ রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল ॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ পাশ্চাত্য নৃত্য পরিকল্পনা : মাণিক চ্যাটার্জী ॥ পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীতে : সিসিল ডোরসে ॥ কর্মসচিব : বলাই বসাক, পরেশ চক্রবর্তী ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ সাজসজ্জা : বিষ্টুপদ দাস (সিনে ড্রেস) ॥ স্থিরচিত্র গ্রহণ : তরুণ গুপ্ত (পিকস্ ষ্টুডিও) ॥ প্রচার অঙ্কণ : এস, স্কোয়ার, প্রফুল্ল নাগ, জহর কুণ্ডু, অরোরা পাবলিসিটি সার্ভিস, নিও ডিস্‌প্লে, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**
কণ্ঠ-সংগীতে : মান্না দে, আরতি মুখার্জী, রুবী ব্যানার্জী ও হেমন্ত মুখার্জী ॥

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত বসু, দেবপ্রসাদ সেন, বসন্ত ঠক্কর ॥ সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ॥ চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্মকার, দেবেন দে, দুখীরাম অধিকারী, কেষ্ট মণ্ডল ॥ সম্পাদনায় : শেখর চন্দ ॥ শব্দগ্রহণে : ইন্দু অধিকারী ॥ জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার, পাঁচু গোপাল ঘোষ ॥ শিল্পনির্দেশনায় : সুরথ দাস ॥ পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জায় : সুরেশ রায়, বিলু রাণা ॥ আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, অবনী নস্কর, সন্তোষ সরকার, দিলীপ ব্যানার্জী ॥ দৃশ্য-সজ্জায় : সতীশ মুখার্জী, সুধীন অধিকারী, গোপীনাথ বৈদ্য, সুনীল দাস, রামবলী, শান্তি দাস, রথেশ ঘোষ ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অজিত ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, কানাই ব্যানার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : সোমনাথ দাস ॥ সহকারী : যতীন মুখার্জী, অনুকুল দাস ॥

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

কলিকাতা পুলিস কর্তৃপক্ষ, মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস ঘোষ(বোথারো থারমাল), শ্রীদাশরথি চৌধুরী, বারুইপুর জমিদার বাড়ী, শ্রী মোহন দাঁ—'দি আরমারী', পার্ক হোটেল, শ্রীসুদেশ খুল্লা, উত্তম পত্রিকা, এ্যালনার টুলস্ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট, আশোক মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকা।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং
আর ,বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

শ্রেষ্ঠাংশে : **দ্বৈত চরিত্রে উত্তমকুমার, নবাগতা, সুপর্ণা সেন ও কণিকা মজুমদার**
সহ-ভূমিকায় : ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, কৃষ্ণা ঘোষ, অসিতবরণ, রবীন ব্যানার্জী, এন, বিশ্বনাথন, মিহির ভট্টাচার্য, ডাঃ চন্দ্র, সুব্রত সেন, সুখেন দাস, সূর্য্য চ্যাটার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, আনন্দ মুখার্জী, বিনয় লাহিড়ী কেশব দত্ত, সুরেশ রায়, বিনয় দত্ত, হাসি মজুমদার, যোগেশ সাধু, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, মাণিক ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত ঘোষ, মাণিক চক্রবর্তী, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গোপী চক্রবর্তী, রূপনারায়ণ দত্ত, মাঃ পার্থ ব্যানার্জী, মাণিক চ্যাটার্জী ও মিসেস্ শার্লি (ট্যাংগো নৃত্য)।

কাহিনী

মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলেন জমিদার চন্দ্রকান্ত, সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে। বিঘ্ন ঘটল পূজো দিয়ে ফেরার পথে। স্ত্রীর প্রায় এখন-তখন অবস্থা, পথিমধ্যে কাতর হয়ে পড়লেন স্ত্রী এবং ফলে বাধ্য হয়েই জমিদার চন্দ্রকান্তকে আশ্রয় নিতে হল নিকটস্থ এক বাড়িতে।

বাড়ির মালিক রমণীমোহনবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং সঙ্গীতজ্ঞ। যত্নের কোন ত্রুটি করলেন না তিনি। যথাসময়েই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল নিরাপদে এবং পিতৃমর্যাদা পেলেন চন্দ্রকান্তবাবু। জমিদারী ফেলে এসেছেন তিনি, তাঁর পক্ষে তো সম্ভব নয় বেশীদিন বাইরে থাকা। সস্ত্রীক চন্দ্রকান্তবাবু এবং তাঁদের নবজাত পুত্রকে কিছুদূর এগিয়েও দিয়ে এলেন রমণীবাবু। বাড়ি ফিরেই চরম এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন। ভিতর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে নবজাত এক শিশুর কান্না। এও কি সম্ভব। তিনি নিজেই তো নব-জাতক সমেত সস্ত্রীক জমিদার চন্দ্রকান্তকে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন, তবে? তাকালেন তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে—কি এক অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায় তাঁর স্থির অচঞ্চল দুটি গভীর চোখ রমণীবাবুর মনের গভীরে এক আকুতি জানাচ্ছে যেন।

কালের আবর্তনে, এর পর কেটে গেল দিন মাস ও অনেকগুলি বছর। চন্দ্রকান্তর পুত্র রুদ্রকান্ত অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। গ্রামের লেখাপড়া সাঙ্গ করে সে চলে এসেছে শহরে, তারপর শহরেই হয়েছে তার শিক্ষা সমাপন। পূর্ণ যুবক এখন রুদ্রকান্ত, রক্তে তার উদ্দাম চঞ্চলতার ঢেউ, মনে অফুরন্ত উদ্যম-বড় অনেক বড় হওয়ার, চোখে স্বপ্ন মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে ডানা মেলবার।

এগিয়ে চলল রুদ্রকান্ত আপন পথে—বাবা-মামার সাহায্য ছাড়াই বড় হবে সে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। রকফেলার, টাটা, বিড়লার মতো বিরাট ব্যবসায়ী হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়বে তার দিকে দিকে। প্রথম

দিকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেল রুদ্রকান্ত, মোটামুটি সাফল্যও এল তার জীবনে, কিন্তু তাতে কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারল না সে। আরো চাই, আরো। এবার সে বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে একাই উদ্যোগী হল। কিন্তু টাকা, টাকা তো চাই। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে চাতুরির আশ্রয় নিল রুদ্রকান্ত—বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে বেনামে ওভারড্রাফটে টাকা তুলল সে। রুদ্রকান্ত সাফল্য লাভ করতে পারল না এবং সে-সফলতা আসতে পারল না তারই বন্ধুদের হীন জঘন্য চক্রান্তে। গোপনে গোপনে সুলুক সন্ধান করছিল তারা চূড়ান্ত আঘাত হেনে চরম প্রতিশোধ নেওয়ার। তাদেরই চক্রান্তে এবং তাদেরই হাতের ক্রীড়ানক হয়ে নীলিমা এল রুদ্রকান্তের জীবনে কামনার ইন্ধনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করতে। মোহমুক্তির পর চোখ মেলল রুদ্রকান্ত ; কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে। এক উত্তেজিত মুহূর্তে নীলিমা এবং তার চার বন্ধুকে নির্মম হত্যা করে ফেরার হল সে। এবার চলুন ফিরে যাই সেই রমণীবাবুর বাড়িতে। সন্তানের পরিচয় গোপন করার জন্যেই তাকে একদিন রাতের অন্ধকারে ছাড়তে হয়েছে পুরোনো গ্রাম। পালিত পিতার মতই সত্যনিষ্ঠ এবং সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠল সেই ছেলেটি। যে ছেলেটি আজ যুবক তাপস। মিষ্টি কথাবার্তা আর মধুর ব্যবহারে তাপস প্রিয়পাত্র সকলের। সেই গ্রামেরই একটি মেয়ে, নাম তার সোমা। পড়াশোনা করে শহরের কলেজে, অথচ চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায় লক্ষ্মীশ্রী মাখানো। বাবা রিটায়ার্ড জজ, সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ সোমার এবং সেই সূত্রেই কাছে এসেছিল তাপসের। তারপর কবে কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে সঙ্গীতের সুর হয়ে সে তাপসের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করেছিল। অবধারিত নিয়মেই একদিন বিয়ের প্রস্তাব গেল জজ সাহেবের কাছে। নিষ্ঠুর, নির্মম প্রত্যাখ্যান করলেন জজসাহেব, ভেঙে পড়ল তাপস আর তার দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়লেন সস্ত্রীক রমণীবাবুও। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা জমিদার চন্দ্রকান্তের কাছে গেলেন এবং কোন কিছু গোপন না করে সবিস্তারে জানালেন। এ কথা তাপস অথবা রুদ্রকান্ত কেউই জানতে পারল না। এদিকে ব্যর্থ তাপস একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গীতকে অবলম্বন করে ভুলে যেতে চাইল সোমাকে। ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় চলে এল তাপস। তাপসের চূড়ান্ত খ্যাতিতে ভরে উঠল দিগ্বিদিক—ডাক এল রেডিও থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রেডিও ষ্টেশনের কাছেই গ্রেপ্তার হল তাপস, একাধিক নরহত্যা ও জালিয়াতির অপরাধে। ওদিকে সেই পলাতক রুদ্রকান্ত ঘুরতে ঘুরতে কি, একদিন এসে পৌছাল তাপসের গ্রামে। রমণীবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রুদ্রকান্তকে তাপস ভেবে কাছে টেনে নিলেন এবং এমন সোমাও ছুটে এল তার কাছে। রুদ্রকান্ত বিভ্রান্ত। সে তো তাপস নয়। তবে ? বিভ্রান্ত তাপসও। সে তো খুনী নয়। তবে? কিন্তু তারপর? তার পরের ঘটনা কি ? পরের ঘটনা রূপালী পর্দায়।

(১)

কণ্ঠ—মান্না দে ও রুবি ব্যানার্জী

কেন ব্যথা দাও তাও বুঝি না
আমি তো তোমারি দানে বেঁধেছি আমার প্রাণে
তোমার সুরের এই মনোবীণা
যে দীপ দিয়েছো জ্বেলে শূন্য বিজন ঘরে
রেখেছিতো তারে আমি নয়নের আলো করে
সবি যে আঁধার লাগে সে আলো বিনা।
তোমারই তুমিতে মোর সাধের ভুবন ভরা
তোমারই রঙেতে রাঙা আমার বসুন্ধরা
আমি যে তোমা বিনা কিছু চিনি না
কেন ব্যথা দাও তাও বুঝি না—

(২)

কণ্ঠ—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কে ডাকে আমায় ডেকে ডেকে দূরে চলে যায়
বল কে সে কে
তবে শোন শোন-শোন সে যে ভালবাসা।
কত নিদ্রাহারা নিশীথে জেগে জেগে সেই ডাক শুনেছি
কখনো পাখীর গানে প্রাণে-প্রাণে সেই সুর চিনেছি—
কখনো নীরবে নেমেছে দু' চোখে সে কে বল কে—
পৌষের রোদ হয়ে ঝরে ঝরে পড়েছে যে কিছুক্ষণ
বৈশাখী বরষায় শীর্ণা তটিণী নিয়ে
জল খেলা করেছে সে কিছুক্ষণ
তাকে ধরতে আমি পারিনি শুধু-শুধু তার পথ চেয়েছি
অতসী চাঁপার বনে—মনে মনে তার গান গেয়েছি
ছায়াতে এসেছি—সে গেছে আলোকে—
বল কে সে কে
তবে শোন-শোন-শোন সে যে ভালবাসা
কে ডাকে আমায়।

(৩)

কণ্ঠ—মান্না দে

জাগো নতুন প্রভাত জাগো সময় হোলো
জাগো নবদিনমণি-অজ্ঞতিমির দ্বার খোলো হে খোলো
অন্তরে অন্তরে দাও আলো দাও
কালিমা কলুষ যত মুছে নিয়ে যাও
জাগো জাগো সুন্দর
তোমার পরশে সবি রাঙিয়ে তোলো।
জীবনে জীবনে ঝরো সুধাসুধা
নবারুণ মাধুরীতে ভরো বসুধা
বনে বনে ফুল ফোটে তোমারি আশায়
বিহগেরা সুরে সুরে বন্দনা গায়
জাগো জাগো নির্মল
ক্ষমার আলোকে মন ভরিয়ে তোলো
নতুন প্রভাত জাগো সময় হোলো

(৪)

কণ্ঠ—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আমি যতই তোমাকে দেখি তত সুন্দর মনে হয়
সুন্দর মনে হয়—
যতই নিবিড় করে তোমায় জানি
তত নতুন করেই হয় পরিচয়
আমায় প্রশ্ন করোনা-জানিনা কারণ আমি জানিনা
আমি যে আলোর পাখী-দিগন্ত বলে কিছু মানি না—
আমি হারিয়ে তোমার মাঝে ভুলেগেছি জয় পরাজয়—
নিজেই বুঝিতে পারি না কি করে ফুলের নামে ডেকেছি
কেন যে সাগর হয়ে অশান্ত ঢেউ নিয়ে থেকেছি
শুধু তোমার ভাবনা পেয়ে ভুলেগেছি সব সংশয়
আমি যতই তোমাকে দেখি তত সুন্দর মনে হয়
সুন্দর মনে হয়

(৫)

কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী

ওরে ও ঝর্ণা
তোমার জলের ঝালর ছুঁয়ে
যে বাতাস বয়ে যায়
সেকি চেনেগো আমায়
আমি যে অনেক অনেক ভালবেসেছি
ও-ও-ও সবুজ পাহাড়
সে যে রং এর বাহার
গোধূলীর সূর্য্য তোমাকে পাঠায়
সেকি চেনেগো আমায়
আমি যে অনেক অনেক ভালবেসেছি
যদি ও আমার গান
তুমি কি আমার
জানিনা জবাব তার
পাবো কিনা আর
ও-ও-ও সবুঝ নয়ন
সে যে হাজার স্বপন
কৈশোরীর লজ্জা পাঠালো তোমায়
সেকি চেনেগো আমায়
আমি যে অনেক অনেক ভালবেসেছি
ওরে ও ঝর্ণা—

পরবর্তী আকর্ষণ !

॥ অপ্সরা ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ॥

মুদ্রণ ঃ অনুশীলন প্রেস, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৩

॥ অলংকরণ ঃ এস, স্কোয়ার ॥

● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ শ্রীপঞ্চানন ●